

## চট্টগ্রাম ভাসিটি খেলার নির্দেশ বাতিল

(স্টাফ রিপোর্টার)  
চট্টগ্রাম, ১লা ফেব্রুয়ারী  
আগামীকাল থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ব  
বিদ্যালয় খুলে দেয়া হবে বলে  
আজ দুপুর সাড়ে বারোটায় ঘোষণা  
করার পর বেলা দুইটায় ভাসিটি  
পুনরায় বন্ধ ঘোষণার কথা  
(শেষ পৃঃ ৪ ও কঃ দঃ)

## চট্টগ্রাম ভাসিটি

(১ম পঃ পর)

জানানো হয়েছে।  
আজ বেলা এগারোটায় চট্টগ্রাম  
ভাসিটি সিন্ডিকেটের সভা অনু-  
ষ্ঠিত হবার কথা ছিল। নির্ধারিত  
সময়ের এক ঘণ্টা আগে ভাইস-  
চ্যান্সেলর অধ্যাপক মোহাম্মদ  
আলী সভা স্থগিত ঘোষণা করেন।  
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-রেজিস্ট্রার  
(তথা) স্বাক্ষরিত এক সংবাদ  
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়। আজ সকালে  
একদল সশস্ত্র যুবক ভাইস চ্যান্সে-  
লরের বাসভবনে হামলা চালিয়ে  
দরজা জানালা ভাঙচুর করে এবং  
একটি পটকার বিস্ফোরণ ঘটায়।  
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, উচ্ছৃংখল  
যুবকরা এক পথে আগামীকাল  
থেকে ক্লাস ও হল খুলে দেয়ার  
লিখিত নির্দেশ জারি করার জন্য  
ভাইস-চ্যান্সেলরকে বাধ্য করে।  
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ভয়ভীতি  
ও চাপের মধ্যে দেয়া এই নির্দেশ  
ভাইস-চ্যান্সেলর চ্যান্সেলরের  
নির্দেশে বাতিল ঘোষণা করেছেন।  
এদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজি-  
স্ট্রার আবদুর রশিদ এক সংবাদ  
বিজ্ঞপ্তিতে জানান, বিশ্ববিদ্যালয়  
খুলে দেয়ার ব্যাপারে আজ বেলা  
সাড়ে বারোটায় তিনি ভাইস-  
চ্যান্সেলরের নির্দেশ পান।  
নির্দেশটি তিনি ভাইস-চ্যান্সে-  
লরের বাসভবনে আগত প্রায় দুই  
হাজার ছাত্র-ছাত্রীর সামনে পড়ে  
শোনান।  
রেজিস্ট্রার জানান, পরে তিনি  
দশটি ছাত্র সংগঠনের নেতাদের  
সঙ্গে ক্যাম্পাসে যান ও ক্যাম্পাসে  
পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করার  
জন্ম।  
রেজিস্ট্রার বলেন বেলা দুইটায়  
ভাইস-চ্যান্সেলর তাকে টেলিফোন  
জানান, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের  
চ্যান্সেলরের নির্দেশে তিনি  
(ভাইস-চ্যান্সেলর) তার পূর্ব-  
বর্তী নির্দেশ বাতিল করেছেন।  
ভাসিটি শিক্ষক সমিতি ভাইস  
চ্যান্সেলরের ঔপনিবেশিক অগণতান্ত্রিক  
ও অবাস্তব সিদ্ধান্ত চাপিয়ে  
দেয়ার নিন্দা করেছেন।  
অপর দিকে, ভাসিটি শিক্ষক  
পরিষদ, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র  
শিবির সাধারণ ছাত্র আন্দোলন  
পরিষদ পৃথক পৃথক বিবৃতিতে  
তাদের ভাষায়, কিছু সংখ্যক  
উচ্ছৃংখল ছাত্র কতক ভাইস-  
চ্যান্সেলরের বাসভবন ঘেরাও ও  
অস্ত্রের মধ্যে ভাসিটি খুলে  
দেয়ার নির্দেশ আদায়ের ঘটনার  
নিন্দা করেছেন।  
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডি-  
কেট সদস্য অধ্যাপক ফজলে  
হোসেন অধ্যাপক হুমায়ুন হোসেন  
এবং অধ্যাপক আব্দুল আহমেদ  
ভাইস-চ্যান্সেলরের ঘন ঘন  
সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের নিন্দা